গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

নথি নং-৩(১৩) বো: প্র:-২/(সা:)৯৮/৭৭৩ তারিখ ১৫.১০.১৯৯৮

বিষয়: **চট্টগ্রাম শুল্কভবনের বিরুদ্ধে রুজুকৃত রীট মামলাসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আইন শাখার স্ট্রাকচার গঠন প্রসংগে।**

চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিপুল সংখ্যক রীট মামলাসমূহের সংশ্লিষ্ট নথি দলিলাদি (documents), প্রজ্ঞাপন ইত্যাদির আলোকে সঠিক দফাওয়ারী মন্তব্য এবং ওকালতনামা দ্বারা আইনী মোকাবিলা মূল বিবাদী (প্রিন্সিপ্যাল রেসপনডেন্ট) হিসাবে শুল্ক ভবনের আইন শাখা দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু এ যাবৎ বোর্ডের মাধ্যমে রীটসমূহের দফাওয়ারী মন্তব্য প্রেরণ অথবা আপীল মামলা রুজু করা হলে দেখা যায় যে, এতে সময় নষ্ট হওয়া ছাড়াও বোর্ড পর্যায়ে মূল রেকর্ডপত্র ইত্যাদি না থাকাতে সলিসিটর উইং বা এ্যাটর্নী জেনারেলের দপ্তরের চাহিদা মোতাবেক কোন তথ্যাদি প্রদান করা সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে মূল বাদী পক্ষের সরাসরি সম্পৃক্ততার অভাবে মামলাসমূহের সঠিকভাবে অনুসরণ ও পরিচালনাও সম্ভব হয় না। বিষয়টি নিয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হলে উক্ত মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, মাঠ পর্যায়ের কমিশনারেটসমূহের কমিশনার ও তাঁর অধ:স্তন কর্মকর্তাগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রীট মামলা দাখিল করা হলে সেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল রেসপনডেন্ট হিসেবে কমিশনারেট থেকে সরাসরি সলিসিটর উইং এ দফাওয়ারী মন্তব্য, ওকালতনামা ও প্রাসঙ্গিক দলিলাদি প্রেণ এবং মাননীয় হাইকোর্টের অন্তবর্তীকালীন আদেশ বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করাই যথাযথ। বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে রীট মামলাসমূহের সঠিক আইনী মোকাবিলার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের বকেয়া আদায় করে রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের আইন শাখা থেকে এই আদেশ জারীর সাথে সাথে উক্তরূপ দফাওয়ারী মন্তব্য প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপীল দায়ের করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন শাখার সংগঠন (Structure) নিম্নরূপে বিন্যাস করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হলো, যথা:-

আইন শাখার সংগঠন ও কার্যাবলী:

(ক) আইন শাখার দায়িত্বে একজন সহকারী. ডেপুটি কমিশনার নিয়োজিত থাকবেন। উক্ত শাখায় একজন প্রিন্সিপাল এ্যাপেউজার, একজন এসপিএস একজন এ্যাপেইজার ও প্রিভেন্টিভ অফিসার তাঁকে সহায়তা করবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মচারী কমিশনার নিয়োগ করবেন।

(খ) আইন শাখা রীট পিটিশন, আন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বা চূড়ান্ত আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রুপে দফাওয়ারী মন্তব্য, ছায়ানথি প্রজ্ঞাপন ইত্যাদিসহ একটি নির্ধারিত সময় নির্দেশ করে পেশ করার জন্য গ্রুপের দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী/ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে। সহকারী/ডেপুটি কমিশনার দফাওয়ারী মন্তব্য গ্রুপের প্রিন্সিপ্যাল এপ্রেইজারকে সাথে নিয়ে প্রস্তুত করত: অনতিবিলম্বে প্রাসঙ্গিক তথ্য/ডকুমেন্টসসহ তাদের স্বাক্ষরে আইন শাখায় প্রেরণ করবে। আইন শাখা প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিশনারের স্বাক্ষর নিয়ে বিশেষ দূত মারফত সলিসিটর, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সলিসিটর উইং, ১৪, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা সমীপে ওকালতনামাসহ মূল দফাওয়ারী মন্তব্য, আরজি, ইত্যাদির কপিসহ প্রেরণ করত: কপি এ্যাটর্নী জেনারেলের দপ্তর ও বোর্ডের সংশ্লিষ্ট আইন ও সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করবে। আপীলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদক্ষেপ নিতে হবে। এই আদেশটি যেসব ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে বোর্ড থেকে দফাওয়ারী মন্তব্য প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেসব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

(গ) আইন শাখার সাথে সকল গ্রুপ/শাকার কাজের সমন্বয় ও প্রতিপালনীয় বিষয়গুলি সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা তা সুপারভাইজ করার জন্য একজন যুগ্ম কমিশনারকে দায়িত্ব দিতে হবে।

(ঘ) ইতিপূর্বে বোর্ড থেকে বিভিন্ন ধরনের মামলার শ্রেণী বিন্যস্ত (categorywise) তালিকা করে তিনটি খন্ডে (volume) পাঠানো হয়েছে। শুল্ক ভবনের রেকর্ড পর্যালোচনা করে উক্ত তালিকায় বাদ পড়েছে এমন মামলাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে শুল্ক ভবন কম্পিউটারে সেগুলোর অনুরূপ তালিকা প্রস্তুতের কাজ চালু ও অব্যাহত রাখবে। তালিকাসমূহে মামলার অগ্রগতি, ফলাফল, বেকয়া আদায় ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যের সংযোজনের ব্যবস্থাও নিতে হবে ও সময় সময় তা হালনাগাদ (Update) করতে হবে।

(ঙ) আশা করা যায় যে প্রথম পর্যায়ের সমপর্যায়ের (Analogous) মামলাসমূহের তালিকা ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়েছে। তাদের দফাওয়ারী মন্তব্য, নথিপত্রগুলিসহ, অনতিবিলম্বে সদ্য পদস্থ ও হাইকোর্টের কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ডেপুটি কমিশনার জনাব মো: নুরুল ইসলাম কে রীটসমূহের একসাথে চূড়ান্ত শুনানীর পদক্ষেপ নিতে এ্যাটর্নী জেনারেলের দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দায়িত্ব দেবেন। তাকে সহায়তা করার জন্য একজন পি. এ বা এ্যাপ্রেইজারকে দায়িত্ব দিতে পারেন। উক্ত কর্মকর্তাগণ তাদের সাথে আনীত রেকর্ডপত্র প্রয়োজনবোধে সাময়িকভাবে হাইকোর্টে অবস্থিত সমন্বয় কর্মকর্তার কক্ষে রাখতে পারেন এবং হাইকোর্টে তাদের দায়িত্ব পালনকালে হাইকোর্টে কর্মরত সহকারী কমিশনার (সমন্বয় কর্মকর্তা) ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সহায়তা প্রদান করবেন। কোন বিষয়ে তাৎক্ষণিক আইনী পরামর্শের প্রয়োজন হলে শুল্ক ভবনের যে কোন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে বোর্ডের আইন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং সে ক্ষেত্রে আইন কর্মকর্তা তাঁর বিজ্ঞ পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবেন।

(চ) কমিশনার মামলাসমূহের সুষ্ঠুরূপে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপর্যুক্ত দিক নির্দেশনার অতিরিক্ত কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন মনে করলে তা করবেন। এই দিক নির্দেশনার দ্বারা চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের পত্র নথি নং-আইন/পত্র/বিবিধ/৩৬১/২৯৯৭-কাস তারিখ ৭/১০/১৯৯৮ এ উত্থাপিত বিষয় বিবেচিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(ছ) চট্টগ্রাম শুল্ক ভবনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত উপর্যুক্ত উপানুচ্ছেদ ক-চ এর আলোকে অন্যান্য কমিশনারেটসমূহ আইন শাখা গঠন করবে এবং মামলার সংখ্যা ও গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়েজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৩। উপর্যুক্ত দিক নির্দেশনার আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বোর্ডকে অবহিত করার অনুরোধ করা হলো।

[সাইফুল ইসলাম খান]
সদস্য (বোর্ড প্রশাসন)

বরাবর

১। কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/মংলা।

২। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট
ঢাকা (উত্তর)/ঢাকা (দক্ষিণ)/চট্টগাম/খুলনা/যশোর/রাজশাহী।